সংবাদ

তারিখ ... 22. MAR. 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ২ ...

বাঞ্ছারামপুরে ৪৪ সরকারি প্রা. স্কুলে প্রধান শিক্ষকসহ ১১৩ পদ শূন্য

মুখ থুবড়ে পড়েছে শিক্ষা কার্যক্রম

ফয়সল আহমেদ খান, বাঞ্ছারামপুর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় ১৩২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৪টি স্কুলে ১১৩টি সহকারী ও প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। বছরের পর বছর এই পদগুলো খালি থাকায় সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা কাযক্রমে মারাত্মকভাবে বিপর্যয় নেমে এসেছে বলে জানা গেছে। এ ছাড়া উপজেলায় প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের বাল্যকাল থেকেই ডিজিটাল ক্লাস, প্রজেক্টরের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, করা, উপজেলার একমাত্র শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও রিসার্স ইনস্টিটিউট কেন্দ্রটি কার্যত ঘুমিয়ে আছে বললেই চলে। কারণ, জানা গেছে, প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা হাতে গুনা।যা আছে আছে তা কাগুজে কলমে। নিজেরা আইসিটি ক্লাসের সাথে পরিচিত নয় বলে, তারা শিক্ষার্থীদের ক্লাস করাতে বা শিখাতে পারছেন না বলে বিভিন্ন অভিযোগে জানা গেছে। 'ডিজিটাল সোনার বাংলা গড়ে তোলার মুল সোপান প্রাথমিক শিক্ষালয় থেকে। সেখানেই যদি গলদ থাকে তবে, শিশুরা এন্নালগই থেকে যাবে'-প্রসঙ্গক্রমে জানান-সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও এস.এম পাইলট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আলহাজ দুধ মিয়া বিএসসি। তিনি আরো বলেন, 'শিক্ষক সংকট দিয়ে জাতি উন্নত শিক্ষা আশা করতে পারেন না। মেধাবী শিক্ষক না থাকলে মেধাবী শিক্ষার্থী আসবে কোথা থেকে?' স্থানীয়রা মনে করছেন, ডিজিটাল সোনার বাংলা গড়ার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে বাঞ্ছারামপুরের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আইসিটি ক্লান নিয়মিত চালু না হওয়ায়। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ঠিকই আইসিটি ক্লাসের জন্য ল্যাপটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার ও মাল্টিমিডিয়া সামগ্রী প্রতিটি স্কুলের জন্য বরাদ্ধ দিলেও তা যথাযথভাবে সরবরাহ করা হয়নি। আর বাঞ্ছারামপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের তথ্যনুযায়ী যে ৪/৫টা স্কুলে ডিজিটাল কার্যক্রম চালু করেছে সেটি আঁতুড়ঘড়ে ঘুমিয়ে আছে, উন্নত প্রশিক্ষনের অভাবে। অভিযোগ রয়েছে, জেলা পয্যায় থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত আসতে আসতে শিশুদের জন্য সরকারিভাবে বরদ্দ দেয়া আইসিটি তথা ডিজিটাল ক্লাস নেয়ার মূল্যবান ল্যাপটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার ইত্যাদি গায়েব হয়ে যায়, সংশ্লিষ্টদের বেখায়ালীপনায়। আবার অনেকে তা নিজেরাই ব্যবহার করে থাকেন। ফলে বাঞ্ছারমপুর উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে ভেঙ্গে পড়েছে। সরকার যখন শতভাগ সাক্ষরতা, ডিজিটাল বাংলাদেশের দেশের স্লোগানের কথা বলছে, তখন-এতগুলো শিক্ষকের পদ খালি ও ডিজিটাল কার্যকর্মের উপকরণ না দেয়ায় মুখ থুবড়ে পড়েছে প্রাথমিকের শিক্ষা কার্য্যক্রম। ফলে শিক্ষার্থী বাড়লেও শিক্ষার মান বাড়ছে না। স্কুলগুলোতে চলছে 'টাইম পাস' বা সময় পাড়ি দেয়ার প্রতিযোগিতা-এমন অভিমত এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এতে করে বিদ্যালয়গুলো প্রশাসনিক কার্যক্রমসহ পাঠদান কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় ১৩২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে নব সৃষ্ট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ৩৬টিতে ৩৬ জন প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। একইভাবে শূন্য রয়েছে ৭৭ জন সহকারী শিক্ষকের পদ। প্রধান শিক্ষকদের শূন্য পদগুলো ঐসব বিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারী শিক্ষককে ভারপ্রাপ্তের দায়িত্ব দিয়ে প্রশাসনিক কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

তবে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে সহকারী শিক্ষকের ৭৭টি শূন্য পদ নিয়ে। সহকারী শিক্ষকদের শূন্য পদের কারণে সংশিষ্ট বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষকদেরকে অতিরিক্ত ক্লাস নিতে হচ্ছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নৌসাদ মাহমুদ বলেন, শূন্য পদের জন্য কিছু সমস্যা হলেও তা অন্য শিক্ষকদের দিয়ে চালিয়ে নেয়া হচ্ছে। শূন্যপদগুলো দ্রুত পূরণ হয়ে যাবে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুব্রত কুমার বণিক বলেন, সারাদেশে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। আর মাল্টিমিডিয়া ও আইসিটি উপকরণের বিষয়ে আমি খোঁজ খবর নিচ্ছি।